FEB. 24 2000

দৈনিক ই কিলাব

62

তারিখ ... ... FEB. 23 2000 ...
পৃষ্ঠা ...

ওরা এখনো পাঠ্য বই পায়নি

দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর পাওয়া গেছে, নতুন শিক্ষাবর্ষের দেড় মাসের বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ঐসব এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চাহিদা অনুযায়ী বিনামূল্যের বোর্ডের বই এখনও পৌছেনি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, খোদ রাজধানীরও অনেক স্কুলে বিনামূল্যের বোর্ডের বই এখনও ছাত্র-ছাত্রীরা পায়নি। পাবনা-ঈশ্বরদী এলাকায় এ পর্যন্ত যে বই সরবরাহ করা হয়েছে; প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য। তাছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা, তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা, বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম, চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী এবং পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বই এখনও থানা শিক্ষা অফিসে পৌছেনি। লক্ষ্মীপুর, নড়াইল এবং ঢাকার কোনো কোনো থানা থেকেও একই ধরনের খবর পাওয়া গেছে। লক্ষ্মীপুর জিলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এ যাবত চাহিদার ৫০ শতাংশ বইও সরবরাহ করা হয়নি। নড়াইল জিলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ৪০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বই পায়নি। ঢাকার কয়েকটি থানায় প্রথম শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজী, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা ও গণিত, তৃতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম এবং পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী ও ধর্ম বই একেবারেই পৌছেনি।

বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে সাধারণভাবে একথা বলা যায়, বিনামূল্যের বোর্ডের বই চাহিদা মোতাবেক দেশের কোথাও সরবরাহ করা হয়নি। আংশিক সরবরাহ করা হয়েছে এবং এলাকাভেদে কোনো কোনো বই একেবারেই সরবরাহ করা হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষের দাবীর সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোনো মিল নেই। কর্তৃপক্ষ দাবী করেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই সরবরাহ করা হয়েছে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী গত শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত পুরানো বইয়ের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য বই নতুন শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের কথা। এই ব্যবস্থা কোথাও ঠিকমত কার্যকর হয়নি। প্রথমতঃ সংগৃহীত পুরানো বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ এসব বইয়ের বেশীর ভাগই ব্যবহার উপযোগী নয়। ফলে নতুন বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কোনো গত্যন্তর নেই। অথচ নতুন বইও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এবং বাস্তবে তার অমিল যেমন স্পষ্ট লক্ষ্যযোগ্য, তেমনি এটাও বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য যে, রাজধানীসহ দেশের প্রায় সর্বত্র বিনামূল্যের বোর্ডের বই প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য বই বিক্রি হওয়ার কথা নয়। প্রশ্ন উঠেছে, খোলা বাজারে বিনামূল্যের বই গেল কি করে এবং তা প্রকাশ্যে বিক্রিই বা হচ্ছে কিভাবে? এখানেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত রহস্য এবং এ রহস্য না বুঝার কিছু নেই। বিনামূল্যের বই বিদ্যালয়ে না গিয়ে পথ পরিবর্তন করে চলে গেছে বইয়ের খোলা বাজারে। কিভাবে, কাদের কারসাজিতে বইয়ের গন্তব্যের এই পরিবর্তন ঘটেছে, সেটা এ মুহূর্তেই খতিয়ে দেখার দাবী রাখে। বোর্ড থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বই পৌছানোর যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের একাংশের 'কল্যাণেই' যে এই দুর্ঘট হয়েছে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং তাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ছিদ্র বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় বিদ্যমান পরিস্থিতি আরও প্রলম্বিত হবে, যার অর্থ শিক্ষাবর্ষের মাসের পর মাস পার হয়ে যাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বই পাবে না।

বিনামূল্যের পাঠ্য বই সরবরাহ নিয়ে ফি বছর একই রকমের সমস্যা দেখা দেয়। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাজ-কর্মে, অনিয়ম-দুর্নীতি যেমন স্থায়ী আসন পেতে বসেছে, তেমনি দায়িত্বহীনতাও সীমা ছাড়িয়ে গেছে। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বই নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার দায়-দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃপক্ষ এড়াতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ এবার মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বই নিয়েও একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই স্তরের সংশোধিত ৮টি পাঠ্য বই এখনও দেশের অধিকাংশ এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যায়নি। কথা ছিল, ১ জানুয়ারীর মধ্যে বইগুলো বাজারে যাবে। একথা রক্ষিত হয়নি। এরপর ৩১ জানুয়ারী পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছে। ফেব্রুয়ারীর এই শেষ পর্যায়ে এসেও বাজারে বই পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। বস্তুতঃ বোর্ডের অব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বহীনতার কারণে মাধ্যমিক স্তরেও লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রতি বছরই বোর্ডের কাজ-কর্ম নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ও সমালোচনা করা হয়ে থাকে। পাঠ্য বই সংশোধন, মুদ্রণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণে সময়নিষ্ঠ হওয়ার এবং বিশেষভাবে বিনামূল্যের পাঠ্য বই সরবরাহে অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করার কথা বার বার উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা একই ঘটনা ও পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি প্রত্যক্ষ করছি। বিষয়টির ব্যাপারে আমরা সরকারের সর্বোচ্চ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং এই 'ক্রনিক সমস্যার' স্থায়ী সমাধান প্রত্যাশা করি। সঙ্গত কারণে আমরা এই আশা করতে চাই যে, প্রাথমিক পর্যায়ের বিনামূল্যের পাঠ্য বইসহ মাধ্যমিক স্তরের যে সব বই এখনও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছেনি সেগুলো দ্রুত সরবরাহ ও পৌছানোর জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্ঘট-বিভ্রাট-বিলম্বের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।